কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

| ঢাকা , শুক্রবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

গত বুধবার জাতীয় সংসদে তিনটি আইন পাস হয়েছে। এগুলো হচ্ছেÑ ডিজিটাল আইন, সড়ক পরিবহন আইন এবং কওমি মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার ডিগ্রি সমমান প্রদান আইন। তিনটি আইন নিয়েই নাগরিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। বলাবাহুল্য, সংসদে প্রণীত আইন তিনটি নাগরিকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করতে পারেনি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাসের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের মত উপেক্ষিত হয়েছে। সংসদে বিরোধী দলের বিভিন্ন আপত্তিকে আমলে নেয়া হয়নি। আইনমন্ত্রীসহ সরকারের নীতিনির্ধারকরা একাধিকবার গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে এ বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মুক্ত চিন্তা বা স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয় এমন কিছু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে থাকবে না। বাস্তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আইন প্রণয়নে দেশের নীতিনির্ধারকদের যখন অগ্রসর চিন্তা করার কথা তখন তারা পশ্চাদমুখী হয়েছেন। তারা বাংলাদেশকে ডিজিটালি উন্নত করার কথা বলেন, অথচ নাগরিকদের ব্রিটিশ

ঔপনিবেশিক স্টাইলে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নাগরিক বা গণমাধ্যমের ওপর খ—গহস্ত হতে পারে না। আইসিটি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারাকে নানা কৌশলে নতুন আইনে রাখা হয়েছে। নতুন আইনের ৩২ ধারা বিতর্কিত ৫৭ ধারার চেয়েও খারাপ প্রভাব রাখবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেটা শুধু পুলিশি রাষ্ট্রেই সম্ভব।

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী মুখে স্বীকার না করলেও হবে, বাস্তবতা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সড়ক পরিবহন আইন আলোর মুখ দেখেছে। তবে নতুন আইনের কার্যকারিতা নিয়ে নাগরিকদের সংশয় রয়েই গেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য দায়ী চালকের সর্বোচ্চ সাজা ৫ বছর করা হয়েছে। অথচ আন্দোলকারীদের দাবি ছিল সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদ- করতে হবে। সড়কে নিরাপত্তা দাবি করা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতকে নতুন আইনে উপক্ষো করা হয়েছে। আমরা জানতে চাই, মতামত যদি গ্রহণই করা না হয় তাহলে মত জানার প্রয়োজন কী। সরকারের যখন যেভাবে মনে হবে সেভাবে আইন প্রণয়ন করলেই হয়। আইনে গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা হলেই চলবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণœ হলে আইন প্রণেতাদের কী আসে-যায়।

কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির প্রশ্নে সরকার হেফাজতে ইসলামসহ কট্টর ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তার নামে

গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু কওমি সনদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বিনা সরকার নিয়ন্ত্রণে ফ্রি স্টাইলে। কওমি মাদ্রাসাগুলোয় সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করল না কেন সেটা একটা প্রশ্ন। ২০১৩ সালের ৫ মে এসব মাদ্রাসা দেশবিরোধী যে অপতৎপরতা চালিয়েছিল সে কথা কি সরকার বিস্মৃত হয়েছে? বিস্মৃতি ঘটে থাকলে আখেরে সরকারকেই একদিন পস্তাতে হবে। নিপীড়নমূলক আইন ক্ষমতাসীনদের জন্যই এক সময় বুমেরাং হতে পারে। অতীত অভিজ্ঞতা এমনটাই বলে।